শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

ময়মনসিংহ

প্রশ্ন ১) ফেসবুকে প্রোফাইল লক করে রাখলে হ্যাকিং থেকে কতটা সুরক্ষিত থাকে?

উত্তরঃ যদি আপনি আপনার ফেসবুক প্রোফাইল লক করে রাখেন তবে কোনও অজানা ব্যক্তি আপনার ফেসবুকের ফটো খুলতে পারবে না বা পূর্ন আকারের প্রোফাইল ছবি এবং কভার ফটো জুম করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া কেউ আপনার ফোটো শেয়ার বা ডাউনলোডও করতে পারবে না। এছাড়া যেই লোক আপনার ফেসবুকে যুক্ত নেই, সে আপনার টাইমলাইনের ফটো বা পোস্ট দেখতে সক্ষম হবে না।

আপনার প্রোফাইল লক থাকলে কেবলমাত্র বন্ধুরা নিম্নলিখিত গুলি দেখতে সক্ষম হবে:

-- আপনার ফটো বা টাইমলাইন পোস্ট দেখতে পারবেন।

-- আপনার ফুল সাইজ Facebook প্রোফাইল ফটো বা কাভার ফটো দেখতে পারবে।

-- আপনার ফেসবুক স্টোরি দেখতে পারবে।

-- নতুন কোনও পোস্ট বা ফটো।

-- পুরোনো কোনও ছবি বা শেয়ার করা পোস্ট দেখতে পারবে।

প্রশ্ন ২) ফেসবুকে কেউ গুজব ছড়ালে তার প্রতিকার কী ?

উত্তরঃ ফেসবুকে কেউ গুজব ছড়ালে তা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী একটি আমলযোগ্য অপরাধ ।

সুতরাং ফেসবুকে কেউ গুজব ছড়ালে তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্ত বা হেয়প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াবার, বা তদুদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করতে সহায়তা করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কাজ হবে একটি অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ অপরাধের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ যদি অপমানজনক বার্তা পাঠায় তাহলে তার আইনগত প্রতিকার কী ?

উত্তরঃ এই ধরনের সাইবার হামলা বা হয়রানির শিকার হলে যে আইডি থেকে খারাপ বার্তা পাঠানো হয়েছে সেই আইডিটিকে ব্লক করে দিতে হবে এবং প্রমান হিসেবে প্রয়োজনীয় স্ক্রিনশট রেখে দিতে হবে। কোন প্রকার সংকোচ ছাড়াই পরিবারের সাথে শেয়ার

করতে হবে। কারণ পরিবার হচ্ছে আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল। এক্ষেত্রে পরিবারের পিতা - মাতাসহ অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের উচিত হবে তাকে মানসিক সাহস দেওয়া এবং যথাযথ প্রতিকার পেতে সাহায্য করা।

সাইবার অপরাধের শিকার নারীরা যাতে সহজে এবং ভয়ভীতিহীনভাবে অভিযোগ জানাতে ও প্রতিকার চাইতে পারে, সে জন্য আজ 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। সেখানেও অভিযোগ জানানো যাবে। সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত জরুরী সেবা হটলাইন ৯৯৯ বা নারী নির্যাতন দমন বিষয়ক হটলাইন ১০৯ কল করে অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়া সিসিএ কার্যালয়ের অফিসিয়াল নাম্বারে যোগাযোগ করলে তাকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে।

যদি অনলাইনে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কটুক্তি করে যা মানহানিকর তাহলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে প্রতিকার পাওয়া যাবে। এছাড়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অন্যান্য ধারায় প্রতিকার পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ৪) অননুমোদিতভাবে যদি কারো ছবি ব্যবহার করে ফেসবুক আইডি খুলে তাহলে তার প্রতিকার কী ?

উত্তরঃ অননুমোদিতভাবে ছবি তুলে ফেসবুকে দিলে বা উক্ত ছবি ব্যবহার করে ফেসবুক আইডি খুললে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী একটি আমলযোগ্য অপরাধ হবে। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অপর কোনো ব্যক্তির পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কাজ হবে একটি অপরাধ।

যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন ।

প্রশ্ন ৫) কেউ যদি ফেক আইডি ওপেন করে তাকে কিভাবে চিহ্নিত করা যাবে?

উত্তরঃ কেউ যদি অনলাইন কিছু করে তার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট থেকে যায়। কাজেই ফেক আইডি ওপেনকারীকে ফরেনসিক ল্যাব ব্যবহার করে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট এর মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়।

প্রশ্ন ৬) Google Account এর পাসওয়ার্ড হারিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তরঃ Google Account এর পাসওয়ার্ড হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে লগইন করার সময় forgot password নামে অপশন দেখা যায়। সেখানে ক্লিক করলে একাউন্ট খোলার সময় যে ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছিলো সেই নাম্বারে ৬ ডিজিটের একটি কোড আসবে। সেই কোড ব্যবহার করে একাউন্টে আবার লগইন করা যাবে এবং নতুন করে আবার পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে।